দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUN 2008
কলাম ৫

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দূর করুন

কার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে
শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ এর সুফল কতটা ভোগ করছেন?
প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব-অভিযোগ, অনিয়ম
খবর প্রকাশ হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি
নের কোথাও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। সরকারি
নের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ সরকার কর্তৃক সকল সুযোগ-
করছেন অথচ এখানেও সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা
ণিজ্যসহ বিভিন্ন খাত-উপখাতে অতিরিক্ত টাকা আদায়
তের অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিবছর শিক্ষা উপকরণ
(বই, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি)
র্থ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ কম নয়। অন্যদিকে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় ও ডোনেশনের
য়াগ পাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেধাহীন অপেশাদার
তিষ্ঠানপ্রধানের পদসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ পাচ্ছেন।
র একই প্রতিষ্ঠানে একই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের
ক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ
চলেছেন (ব্যতিক্রম দু' একটি বাদে)। কোনো কোনো

হলেও প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক মামলা-মোকদ্দমার কারণে অনিয়ম
করা যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও পরিচালনা পরিষদের মধ্য
দ্বন্দ্বের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শুধু শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হ
এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বেশি। মাঝে-ম
স্থানীয়ভাবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্যক্রমে অনি
অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও কে
প্রতিকার না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কতি
সহযোগী শিক্ষক-কর্মচারী বীরদর্পে অনিয়ম করেই যাচ্ছে
বর্তমান সংস্কারমুখী সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেষ্ট থাক
শিক্ষাক্ষেত্রে এর কোনো আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স
সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন উপাচার্যকে অনিয়
অব্যবস্থাপনার কারণে অপসারণ করেছেন। কিন্তু স্কুল, কলে
মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ছে
পরিশেষে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দূর করার জন্য জে
উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ
কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। দুর্নীতিবাজদের ক
থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মুক্ত হোক—এটাই প্রত্যাশা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক